দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 15 JAN 2013
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

ফেব্রুয়ারিতে শুরু হচ্ছে গ্রীন ইউনিভার্সিটির একাডেমিক কার্যক্রম

সাবেক শিক্ষা সচিব এ জেড শামসুল আলম বেসরকারী গ্রীন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের উপাচার্য হিসাবে যোগদান করেছেন। আগামী ফেব্রুয়ারি মাস থেকে শুরু হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়টির একাডেমিক কার্যক্রম। প্রাথমিক পর্যায়ে চারটি ফ্যাকাল্টিতে মোট ৮টি ডিপার্টমেন্টে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হচ্ছে। এগুলো হলো ফিল্ম টেলিভিশন ডিজিটাল মিডিয়া, ইংরেজী, বিজনেস স্টাডিজ, সমাজ বিজ্ঞান, আইন, কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স। এর মধ্যে ফিল্ম টেলিভিশন ডিজিটাল মিডিয়া ডিপার্টমেন্ট বাংলাদেশে এই প্রথম।

গ্রীন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের অন্যতম উদ্যোক্তা তরুণ কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ জারিজস আহমেদ হেনরি জানালেন, এর আগে দীর্ঘদিন যাবত তাঁরা 'এমিট' নামের একটি ইনস্টিটিউট পরিচালনা করে আসছিলেন। সেটিকেই এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে। এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনও মিলেছে। এখন চলছে প্রস্তুতিপর্ব। প্রথম সেমিস্টারের ক্লাস শুরু হবে ফেব্রুয়ারি মাসে। তিনি জানান, মঈনুল মালেক মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ্রীন ইউনিভার্সিটি পরিচালিত হবে সম্পূর্ণ অলাভজনক ভিত্তিতে। এই প্রতিষ্ঠানের সব ছাত্রীর জন্যই রয়েছে ২৫ শতাংশ স্কলারশিপ সুবিধা। মেধাবী ছাত্ররা বিনা বেতনে পড়াশোনার সুযোগ পাবে। রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র ফার্মগেটের মালেক টাওয়ারে মোট ৯টি ফ্লোর জুড়ে চলবে গ্রীন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের কার্যক্রম। এর কারিকুলামের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হবে যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা পদ্ধতি। এখানে শিক্ষার্থীদের জন্য লাইব্রেরী, জিমনেসিয়াম এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক কমনরুমের ব্যবস্থা থাকছে। এ লেভেল অথবা এইচএসসি উত্তীর্ণরা গ্রীন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে বলে জানালেন প্রতিষ্ঠানের আরেক উদ্যোক্তা মোল্লা আজহারুল মালেক। অবশ্য এইচএসসি উত্তীর্ণদের ক্ষেত্রে যে কোন একটিতে প্রথম বিভাগ এবং অন্যটিতে ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ থাকতে হবে। গ্রীন ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্বে রয়েছেন বিশিষ্ট শিল্পপতি আব্দুল মালেক মোল্লা। -বিজ্ঞপ্তি।